12

আজকের কাগজ

তারিখ 2 1 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ

চ. বি. সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিবিরের অস্ত্রধারী ক্যাডারকে শিক্ষক নিয়োগের চক্রান্ত

মোতাহার হোসেন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ তত্ত্ববিভাগে ছাত্র শিবিরের আর্মস ক্যাডারের সদস্য এমন এক ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের চক্রান্ত চলছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদে নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবির চক্র তাদের দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে এই ঘৃণ্যতম চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, বিগত ৮ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সাময়িকভাবে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকলেও রহস্যজনক কারণে বর্তমান উপাচার্য কতিপয় জামাতপন্থী শিক্ষকদের যোগসাজশে নতুন করে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া শুরু করেছে। এ নিয়োগ চূড়ান্ত করতে ২৬ মে প্ল্যানিং কমিটির সভা ডাকা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গত '৯২-র মে মাসে আজকের কাগজে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশের পর এড হক ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়। এক বছর পর আবার এ অবৈধ নিয়ম নতুনভাবে চালু করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সূত্র মতে, বিগত বছরে সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে পাস করা শিবিরের অস্ত্রধারী ক্যাডার জাহাঙ্গীর আলমকে একই বিভাগে নিয়োগের চক্রান্তের অংশ হিসেবে তড়িঘড়ি করে প্ল্যানিং কমিটির মিটিং ডেকেছে। উক্ত শিবির কর্মীর ভাল ফলাফলের ব্যাপারে একই বিভাগের জামাতপন্থী একজন শিক্ষকের অবৈধ হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এটা একাডেমিক কমিটির বিচারাধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে একই বিভাগ থেকে চারটি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রী ফরিদা আক্তারকে ঐ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্যে শিক্ষক মহল থেকে কর্তৃপক্ষকে শত অনুরোধ সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ঐ সময় শিক্ষক সংখ্যা বেশি বলে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ঠিক একই কারণ বর্তমানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন করে শিবিরের অস্ত্রধারী ক্যাডার জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়োগদানের চক্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মহলে তীব্র উত্তেজনা ও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। অবশ্য এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত পাওয়া যায়নি।